প্রাক্‌কথন

সময় ও সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতা বিশশতকের বাঙালি জীবনে বিপুল ঘাত-প্রতিঘাত তৈরি করেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা কথা সাহিত্যের বিষয়-ভাবনা, প্রকরণ-চিন্তা, বয়ন-পদ্ধতি, চরিত্র-চিত্রণে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঔপনিবেশিক সমাজে ছিন্নমূল মধ্যবিত্তবর্গ চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু সৃজন-প্রক্রিয়ায় তাদের প্রয়াস পরিণতিতে পৌঁছায়নি। ঐ সময় প্রতীচ্যের বিভিন্ন ধরনের ভাবাদর্শ আধুনিক বিশ্ববীক্ষাকে ক্রমশ আরো গ্রন্থিল করে তুলতে থাকে, ফলে বাঙালির বৌদ্ধিকতায় দেখা দেয় বিচিত্র উচ্চাবচতা। এতে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর মননে ও সৃষ্টিতে সূচিত হয় বহু-রৈখিক জীবন-সন্ধান। একই সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকের বিচ্ছেদও প্রকট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি সাহিত্য পত্রকে কেন্দ্র করে যে তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় তাঁদের রচনায় বাস্তবতা ও নীতি-বোধ, মানবিক সম্পর্কের কলুষতা ও সৌন্দর্য-চেতনার দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা অর্জন করে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রা করে বাংলা উপন্যাস : প্রতীচ্যের প্রভাবকে আত্মস্থ করার চেষ্টায় কথা-বস্তু ও লিখন-প্রকরণ পুরোপুরি অভিনব হয়ে ওঠে। অসংখ্য ভাঙাগড়া, নতুন মূল্যবোধ এবং কঠিন সংকটপূর্ণ বাস্তবের চিত্রিত ছায়ায় বাংলা সাহিত্য তখন স্পন্দমান। কথা-সাহিত্যের এই জটিল তরঙ্গভঙ্গে যাঁরা নানা ভাঙাগড়ার মধ্যেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন - ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি প্রণয়নে ও পরিপুষ্টি সাধনে তাঁর অবদান অনেকখানি। সময়পরিবেশের সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যাপকতা, তাঁর বিশ্ববীক্ষা এবং রচনা প্রকরণে কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে - তা পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করার জন্যেই আমাদের এই গবেষণা-সন্দর্ভ পরিকল্পিত হয়েছে। কালের যাত্রার প্রতি

লক্ষ্য রেখে ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনভাবনা, সমাজ-বাস্তবতা ও শিল্পরূপ পর্যালোচনা করাই আমাদের অভিপ্রায়।

এই সন্দর্ভ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অধিকাংশ বই সংগ্রহ করেছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোচবিহারের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গাঁর রেবতীরমন সেবাসংঘ শহর গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বই ও পত্রিকার সন্ধান পেয়েছি। এছাড়া স্কটিশচার্চ কলেজের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অলোক রায় মহাশয় তাঁর লিখিত 'ধূর্জটিপ্রসাদ' বইটি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্যকে আমার বিনম্র প্রনাম জানাই। তাঁর সস্নেহ শাসন ও নির্দেশ আমাকে গবেষণার কাজে সবসময় প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই সঙ্গে ডঃ সুপ্রা ভট্টাচার্যকেও আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করি, কেননা তিনি সর্বদাই আমাকে স্নেহ ও প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, তাঁদের মূল্যবান উপদেশ আমাকে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এই গবেষণা-সন্দর্ভটি টাইপ করে দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন শ্রী বিমলেন্দু দাস মহাশয়। আর গবেষণার দিনগুলিতে সর্বদাই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে 'সবিতা', তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্ন ওঠে না। আমার অন্যান্য আপনজন ও সহকর্মীবৃন্দ, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রতিটি পর্যায়ে পেয়েছি, তাঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রইলাম।

আমার গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্তে বারবার মনে পড়ছে স্বর্গত বাবার কথা যাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে একাজে ব্রতী হয়েছিলাম। তাঁর অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই সন্দর্ভটি নিবেদন করলাম।

২৩ আগস্ট, ১৯৯৩
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ইন্দ্রজিৎপ্রসাদ মিশ্র